আইডিডব্লিউএফ – আইএলও /প্রোমোট ওয়ার্কশপ
এশিয়ার শিশু গৃহ শ্রমিক বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
২৩-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
কাঠমান্ডু ,নেপাল

হ্যান্ডআউট এইচ ১.৩ ; **শিশুর অধিকার : গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিক ,শিশু এবং তরুণদের উপর প্রযোজ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন**

১। কেন আইন গুরুত্বপূর্ণ?[1]

আইন হচ্ছে এমন কিছু বিধি যা সমাজে বসবাসরত মানুষের উপর বাধ্যতামূলক। জাতীয় আইন আমাদের সাধারন নিরাপত্তা দেয় এবং অধিকারগুলোকে সুরক্ষিত করে। এটা জনস্বার্থকে তুলে ধরে, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের সুযোগ দেয় এবং সমাজ ও ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও স্থানীয় আইন আছে যা বিশেষ এলাকার জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

কাজের ক্ষেত্রগুলো প্রায়শ জাতীয় শ্রম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি মালিক শ্রমিকের দায় দায়িত্ব এসব আইনে উল্লেখ থাকে। প্রায়শ এইসব আইনে চাকরির নূন্যতম বয়স এবং শিশু কিশোরদের সুরক্ষা কবচের উল্লেখ থাকে।

সাধারন ভাবে বলা যায়, অধিকাংশ দেশের শ্রম আইনে শুধুমাত্র সরকারি এবং বেসরকারি আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের ব্যাপারে উল্লেখ থাকে (সরকারি কর্মচারী, ব্যাংক, কারখানা, নির্মান, হোটেল রেস্টুরেন্ট কর্মী, ডাক্তার, নার্স)। যেহেতু অধিকাংশ শ্রমিক (গৃহ শ্রমিক সহ) অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত ,তাই ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সংগঠন গুলো বছরের পর বছর ধরে প্রচার চালাচ্ছে এই খাতকে আনুষ্ঠানিক খাতে অন্তর্ভুক্ত করতে যাতে শ্রমিকরা আনুষ্ঠানিক খাতের মত সমান মর্যাদা আর অধিকার পায়।

এক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে ১৯৯৬ সালের আইএল ও কনভেনশন নাম্বার ১৭৭ এবং ২০১৫ সালের অনানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক খাতে রূপান্তর বিষয়ক আই এল ও সুপারিশ ২০৪ গৃহীত হওয়াতে।

শিশু এবং শিশু শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য অধিকাংশ দেশের আইন আছে। যদিও অন্যদের সুনির্দিষ্ট আইন আছে যা আইএলও কনভেশন এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

[1] Why are laws important?

২। আই এল ও কনভেনশনস[2]

কাজের ক্ষেত্রগুলোকে দেখার জন্য জাতিসংঘের রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেশনস। এটা শিশু ও শিশু শ্রমিকের উপর জাতীয় আইনগুলোকে রুপরেখা প্রদান করে।

গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত শিশুদের ব্যাপারে জাতিসংঘের ৩ টি সনদ রয়েছে।

- আইএল ও সনদ নং ১৩৮ (১৯৭৩) কাজের নূন্যতম বয়েসের উপর
- আইএল ও সনদ নং ১৮২ (১৯৯৯) নিকৃষ্ট প্রকার শিশু শ্রম
- আইএল ও সনদ নং ১৮৯ (২০১১) গৃহস্থালীর কাজের উপর

কনভেনশন নাম্বার -১৩৮ হল শিশু শ্রম দূর করার আন্তর্জাতিক চুক্তি। অনুমোদন করা হলে প্রতিটি রাষ্ট্রকে এটা মেনে চলা আর প্রয়োগের দায়িত্ব নিতে হয়। অনুমোদন করা রাষ্ট্রগুলোকে কনভেনশন কাজের নূনতম বয়স বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাগিদ দিতে থাকে।

কনভেনশন নাম্বার : ১৮২ হল নিকৃষ্ট ধরনের শিশু শ্রম নিষিদ্ধ জরুরী ভিত্তিতে দূর করার আন্তর্জাতিক চুক্তি।

কনভেনশন ১৮৯ স্বীকৃতি দেয় যে

ক) গৃহস্থালীর কাজ এক ধরনের কাজ,

খ) তাই গৃহ শ্রমিকদের অন্যান্য শ্রমিকদের মত সমান অধিকার থাকা উচিত,

গ) কাজের প্রকৃতি আর কাজের স্থান বিবেচনায় গৃহ শ্রমিকদের প্রয়োজন বিশেষ সুরক্ষা। এটা মৌলিক অধিকার ও নীতি সমূহ তুলে ধরে এবং রাষ্ট্রকে গৃহ শ্রমিকদের জন্য সুন্দর কর্ম পরিবেশ তৈরি করতে তাগিদ দিয়ে থাকে।

কনভেনশন নাম্বার ১৩৮ এবং ১৮২ এশিয়া/ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অধিকাংশ দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । শুধু ফিলিপাইন কনভেনশন নাম্বার ১৮৯ অনুমোদন করেছে। এই কনভেনশন অনুমোদন করা গৃহ শ্রমিকদের জন্য সুন্দর কর্মপরিবেশ তৈরির গুরুত্বপূর্ন ধাপ।

৩। শিশু অধিকারের উপর ইউএন কনভেনশন (সিআরসি)[3]

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে শিশুদের ২ ধরনের মানবাধিকার আছে

- প্রথমত, শিশুদের পূর্ণবয়স্কের মত সাধারন মৌলিক অধিকার রয়েছে, যদিও কিছু অধিকার যেমন বিয়ে করার অধিকার তাদের বয়স না হওয়া পর্যন্ত প্রযোজ্য নয়।
- দ্বিতীয়ত, তাদের কিছু বিশেষ মানবাধিকার রয়েছে যা তাদেরকে অপ্রাপ্ত বয়সে রক্ষা করবে, মানে হচ্ছে ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত।

[2] ILO Conventions

[3] The UN Convention on the Rights of the Child (CRC)

শিশুদের সুনির্দ্দিষ্ট মানবাধিকারের মাঝে আছে জীবনের অধিকার, নামের অধিকার, অর্থনৈতিক ও যৌন নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা, শিক্ষার অধিকার, শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মত প্রদানের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার এবং ধর্ম ও স্বাস্থ্যের অধিকার।

শিশু অধিকার তুলনা মূলক নতুন একটি ধারনা। উনবিংশ -বিংশ শতাব্দীর দিকে শিশু অধিকারগুলোকে বিবেচনা করা শুরু হয়। এর আগে শিশুদের পিতামাতা অথবা অগ্রজদের সম্পত্তি হিসেবে ভাবা হত এবং বড়দের নিয়ন্ত্রনে "ছোটরা' ভাবা হত।
প্রথম দিকের আলোচনায় শিশু অধিকার সুরক্ষার অধিকারগুলোকে গুরুত্ব দিতো যেমন-শিশু শ্রমকে অবৈধ ঘোষণা করা (যা তখন ব্যাপক মাত্রায় ছিল)। শিশুদের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে যেসব অধিকার রয়েছে তা সে সময় বিবেচনা করা হত না।

জাতিসংঘের পূর্ববর্তী লিগ অব নেশসনস ১৯২৪ সালে শিশু অধিকার নিয়ে প্রথম ঘোষণা গ্রহণ করে। ৩৫ বছর পর ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয় ঘোষণা গৃহীত হয় জাতিসংঘে।

১৯৮৯ সালের চূড়ান্ত শিশু অধিকার কনভেনশন গৃহীত হবার আগে আরও ত্রিশ বছর পৃথিবী জুড়ে আলোচনা আর বিতর্ক চলে। প্রায় সব কটি দেশ দ্বারা অনুমোদিত সিআরসি একটি অনন্য দলিল। এটি প্রথম আন্তর্জাতিক আইন যা শিশুদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মানবিক অধিকারগুলোকে একীভূত করে।

এটা নিশ্চিত করে যে শিশুরা শুধু মানবাধিকার পাওয়ার অধিকার রাখে না বরং তাদের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য বিশেষ অধিকার ও নিরাপত্তার অধিকারী। দেশগুলো সময়ে সময়ে শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটিতে প্রতিবেদন প্রদানে বাধ্য। প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কমিটি মূল্যায়ন করে দেশগুলো কিভাবে নিয়ম গুলো মেনে চলছে এবং এক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সার্বিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

কনভেশনে রয়েছে ৪১ টি অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদ ৩২ সুনির্দিষ্ট ভাবে শিশু শ্রম বিষয়ে আলোচনা করেছে। আইএলও কনভেনশনের উপর ভিত্তি করে , সিআরসি সকল দেশকে আহ্বান জানায়,

ক) শিশু অধিকার সুরক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া

- অর্থনৈতিক শোষণ থেকে
- এমন কোন কাজ করা থেকে যা

- ঝামেলাপূর্ন
- শিশুর শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করে
- শিশুর স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক অথবা সামাজিক উন্নতির জন্য ক্ষতিকর

খ) কাজে নিয়োগের নূন্যতম বয়স ঠিক করা,

গ) কাজের সময় আর অবস্থা নিয়ে যথাযথ নিয়ম করা,
ঘ) উপরে উল্লিখিত নিয়মসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ দণ্ড অথবা বাধা নিষেধ প্রণয়ন করা।

অনুচ্ছেদ ২৮ শিক্ষার উপর আলোকপাত করে । এটা সকল দেশকে শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলে এবং –

- প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা,
- শিশুদের নিয়মিত উপস্থিতি ও ঝড়ে পড়া হ্রাসে পদক্ষেপ নেওয়া।

৪। গৃহ শ্রমিক বিষয়ে জাতীয় আইন, নিয়ম, বিধিমালা[4]

এশিয়া/ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ কাজের নূন্যতম বয়স এবং কেমন পরিবেশে শিশুরা কাজ করতে পারবে তা নির্ধারণ করেছে। তবে এ অঞ্চলের মাত্র কয়েকটি দেশে গৃহ শ্রমিক, পুর্নবয়স্ক ও শিশুদের সমানভাবে রক্ষার আইন আছে। এর কারন হল এই যে, গৃহশ্রম কে এখনো অনানুষ্ঠানিক খাত হিসেবে দেখা হয় যা শ্রম আইনের আওতার বাইরে।

শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণ আঞ্চলিক, স্থানীয় নিয়ম ও বিধিমালা তৈরি করা হচ্ছে।

৫। আইন কার্যকর করা ; প্রতিবন্ধকতা সমূহ[5]

সমস্যা হল এই যে এশিয়া/ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সহ অনেক দেশে আইনগুলো শুধু কাগজে কলমেই আছে। দন্ড ও নিষেধাজ্ঞা সহ আইন, নিয়ম ও বিধিমালাসমূহ বাস্তবায়ন করতে অনেক কিছু করা প্রয়োজন। এখানে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে।

বিরাজমান মানসিকতা[6]

অধিকাংশ সমাজেই এই ধারনা আছে যে শিশুদের যে কোন সিদ্ধান্ত পিতা মাতা অথবা অভিভাবকরা নেবেন যদিও তা শিশুদের শারীরিক ,মানসিক ,নৈতিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাদের স্বার্থবিরোধী হয়।
উদাহরণস্বরূপ - শিশুদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে পাঠানো কোন ভাবেই তাদের স্বার্থ উপযোগী নয়। সিআরসি এবং আইএলও কনভেনশন এটা করাকে শিশু অধিকার লঙ্ঘন বলে বলে থাকে। বিভিন্ন দেশের আইনেও তা নিষিদ্ধ।

শিশুদের দুর্বল অবস্থান ও নিম্ন মর্যাদা[7]

[4] National laws, rules and regulations on domestic work
[5] Putting laws into practice: the challenges
[6] Prevailing attitudes
[7] Weak position and low status of children

শিশুদেরকে দুর্বল অবস্থান ও নিম্ন মর্যাদা প্রদান করা বিশেষ চিন্তার কারন। এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় তাদের পতিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিশু গৃহ কর্মীদের কর্মী হিসেবে মর্যাদা না দেয়ার কারনে। ফলে শিশুদের নেই প্রতিনিধিত্ব, প্রভাব সীমিত এবং অধিকার দাবির ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা।

আইনগত কাঠামো ,প্রয়োগ এবং দেখভাল করা[8]

সমগ্র এশিয়া/ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আইন প্রয়োগে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে।

- সাধারণভাবে গৃহস্থালির কাজে শিশু শ্রম কে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। ফলে সাধারণভাবে শিশু শ্রম আইন থাকলেও, এটা শ্রম আইনের বাইরেই থেকে যায়।

যেমন ভারতে শিশু শ্রম (নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রন আইন) শিশু গৃহ শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে না কারণ জাতীয় শ্রম আইনে গৃহস্থালীর কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

তদুপরি, শিশু শ্রম বিষয়ক আইনগুলো বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে সরকার শিশুদের গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত করাকে অবৈধ অথবা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির বলে মনে করে না।

প্রায় সব এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো (ভারত একটি ব্যতিক্রম) সি ১৮২ কে অনুমোদন করেছে যা নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রম নিয়ে আলোচনা করে।
কনভেনশন সকল দেশকে নিকৃষ্ট প্রকৃতির শিশু শ্রমকে তালিকা ভুক্ত করার আহবান জানায়। কিন্তু খুব স্বল্প সংখ্যক দেশ তা করেছে। এখনো অনেক দেশে ১৬-১৭ বছর বয়সের শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সুরক্ষা দেয়া হয় না। ফলে তারা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির কাজে নিয়োজিত হয়।

শ্রম পরিদর্শক এবং দেখা ভাল করার পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে শিশু শ্রম আইন কার্যকর করার পথে প্রতিবন্ধকতা। এতে পরিদর্শক ও এডভোকেটদের প্রশিক্ষণ ও ব্যাহত হয়।

শিশু গৃহ শ্রমিকদের কাজ দেখা ভাল করার একটি প্রধান সমস্যা হল তাদের কাজের জায়গাটি হল ব্যক্তিগত বাসা। এটা কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ভূমিকা থেকে নমনীয় ভুমিকা নিতে বাধ্য করেছে।

তাই, এলাকাগত দেখভাল ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে শিশু শ্রমিকদের শনাক্ত করা অতি জরুরী।

জেলা/স্থানীয় বাড়ি মালিক এবং স্থানীয় গির্জা/ধর্মীয় গোষ্ঠীদের মাঝে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা উচিত। তাদের মালিক এবং শিশু শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগের উপায় জানা আছে। এখানে, পূর্ণবয়স্ক গৃহ শ্রমিক যারা শিশুদের সাথে কাজ করে তারা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে।

[8] Legal frameworks, enforcement and monitoring

--আইন কার্যকর করার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।
ফিলিপাইনে গৃহকর্মীর অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীরা বর্তমান শাস্তিকে অপ্রতুল মনে করেন। তারা আরও মনে করেন যে জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণ অবশ্যই পূর্ন বয়স্ক শ্রমিক থেকে শিশু শ্রমিকদের বেশি পাওয়া উচিত।

স্বীকৃতির অভাব এবং গৃহকর্মকে ছোট করে দেখা[9]

পূর্ণবয়স্ক গৃহ শ্রমিকদের মাঝে যাদের কাজকে মূল্যায়ন করা হয় না, যারা অরক্ষিত, যাদের কম বেতন দেয়া হয় তাদের সাথে শিশু গৃহ শ্রমিকদের অবস্থাও সম্পর্কিত। গৃহ শ্রমকে প্রকৃত কাজের মর্যাদা দিয়ে জাতীয় শ্রম নীতি এবং সামাজিক নীতি একটা কার্যকর কাঠামো তৈরি করতে পারে যা অল্প বয়সী গৃহ শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

ধন্যবাদ কঠোর প্রচারাভিযান আর তদবির করা আন্দোলনকর্মীদের। এখন অনেকগুলো নিয়ন্ত্রক আইন, মন্ত্রণালয়ের ডিক্রি, আদেশ - জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে, শহরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ - ফিলিপাইন, হংকং, এসএআর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ড।

[9] Non-recognition and undervaluing of domestic work